১০০১
আরব্য রজনী
পাহাড় আর উপত্যকার গল্প
BIGBADBOO
9
oznoz.com

শাহরিয়ার,নৈশ ভোজের সময় হয়েছে।
উফফ..বাবাগো
কি হয়েছে?
আমি অসুস্থ!!
হুমম,জ্বর তো নেই!!
খাওয়ার আগে একটু বিশ্রাম নিলে ভালো হবে।
খিদে নেই আমার।
দুনিয়াজাদ,শাহজামান কে বলো খাওয়ার কথা।আর রজনীকে বলো, শাহরিয়ার খাবেন না,উনি অসুস্থ।
আচ্ছা

শাহজামান নৈশভোজের সময় হয়ে গেছে
আর রজনীকে বলে দিও,শাহরিয়ার খাবেন না,কারন উনি অসুস্থ।
আচ্ছা
খিদেয় পেট চুই চুই করছে
বাকিদের জন্য অপেক্ষা করো। আর শাহরিয়ার কোথায়?
ওঃ উনি তো আসছেন না!
কেন?
উনি তোমার রান্না করা খাবার খেতে চাইছেননা।
বলো কি? কেন?
উনি বলেছেন এটা ওনাকে অসুস্থ করে তোলে।
আমার হাতের রান্না খেয়ে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন!

হায় হায়! মহারাজ আমার রান্না অপছন্দ করেন। আমার চাকরি তো গেল!
কি হয়েছে?
আমি চাকরি খোয়াতে বসেছি!
কি?
কি চলছে এখানে?
শাহরিয়ার রজনীকে তাড়িয়ে দিয়েছেন!
আমার রান্না নাকি ওনাকে অসুস্থ বানিয়ে দিচ্ছে।
কি? শাহরিয়ার একথা বলেছেন তোমাকে?
না শাহজামান বলেছেন।
তুমি এরকম বললে কেন?
এটা তো ও বললো আমাকে!!
আপনি এরকম বলেননি কি?
হায় কপাল!

এসো,তোমাদের একটা গল্প শোনাই।
একটা ছোট্ট ভুল বোঝাবুঝির কি পরিণাম হয় সেটা নিয়েই এই গল্প।
চীনের লাওসান পাহাড়ের প্রান্তে কিংদাও উপত্যকায় ঘটেছিল এই ঘটনাটি।
একদিন দুই পর্যটক এলেন সেখানে
জানিনা!নিশ্চিত হতে পারছিনা।
কোন রাস্তাটা ধরা যায়?
জিজ্ঞাসা করা যাক কাওকে
শুনছেন!পাহাড়ে ওঠার জন্য কোন রাস্তাটা ধরব বলতে পারেন?
ওটা একদম শহরের শেষ প্রান্তে।ওটাই তোমাদের চুড়ায় পৌঁছে দেবে।

কারা ওরা?
ওরা পাহাড়ের উপরে যাচ্ছে।
ওহঃ
ইয়ানলিন ওরা কারা?
ওরা পাহাড়ের উপরে বাস করে।
আমি একবার পাহাড়ে গেছিলাম।ওদের সাথে খেলেছিলাম। চিটিং করে আমায় হারিয়ে সব লুটে নিয়েছিল।
সত্যি?
তাহলে আর বলছি কি! তোমাদের সাবধান থাকতে হবে এই পাহাড়ি লোকেদের থেকে। টুপি পরাতে ওরা ওস্তাদ। ওঃ আমি জিতেছি।

আমি এলাম হে,তোমরা ওদের থেকে সাবধানে থেকো।
আমি যোগ দিতে পারি?
তুমি ওই পাহাড়ি লোকেদের একজন নও তো?
না তো,কেন?
কারণ পাহাড়ি লোকেরা চোর হয়।
বলো কি হে!!
সেই রাত্রে.....
তুমি নিশ্চিত?
হ্যাঁ, বোজিং কে তো দিনের আলোয় লুটে নিয়েছিল।

সর্বনাশ!
জানি আমি,আমাদের সাবধান থাকতে হবে।
কিছুদিন পরে....
গতকাল আমি একটা কেক বানিয়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি কেক গায়েব।
আমি লিখে দিতে পারি এটা ওই পাহাড়িদের কাজ!
তোমার কি মনে হয়? এরা পাহাড়িদের একজন?
আমার স্বামী তো একজনকে হাতেনাতে ধরেছিলেন।
বলো কি?
হুম, আমার স্বামীর গোঁফের গোড়ায় অল্প কেক এর টুকরো লেগেছিল ঠিকই,তবুও উনি বললেন,কেক কোথায় গেছে ওনার জানা নেই।নিশ্চয় পাহাড়িদের কাজ এটা।
কি বললাম তোমায় তাহলে এতক্ষন ধরে!!

ওরা সোজা নগরকর্তার কাছে গিয়ে নালিশ করল।
আপনাকে একটা বিহিত করতে হবে!
পাহাড়ি লোকেরা আমাদের লুটে নিচ্ছে।
কই,আমি তো এরকম কিছু শুনিনি।
সেটাই স্বভাবিক।ওরা খুবই ধুরন্ধর।
এটার ব্যাপারে আপনাকে একটা কিছু করতেই হবে।
কিন্তু কোনও প্রমান তো নেই!
আমার কেক লোপাট হয়েছে।
আচ্ছা আমাকে ঠিক কি করতে হবে?
হয় আমাদের নিরাপদে রাখুন নয় পদ ছেড়ে দিন।
আমরা যোগ্য কাওকে খুঁজে নেব।
আহা এত রাগের কি আছে?
আমি নাহয় দুজন পাহারাদার লাগিয়ে দেব।
পাহাড়িদের উপর নজর রাখবে।
সেই ভালো।
যাক আপাতত এতেই আমার কেক বেঁচে যাবে।
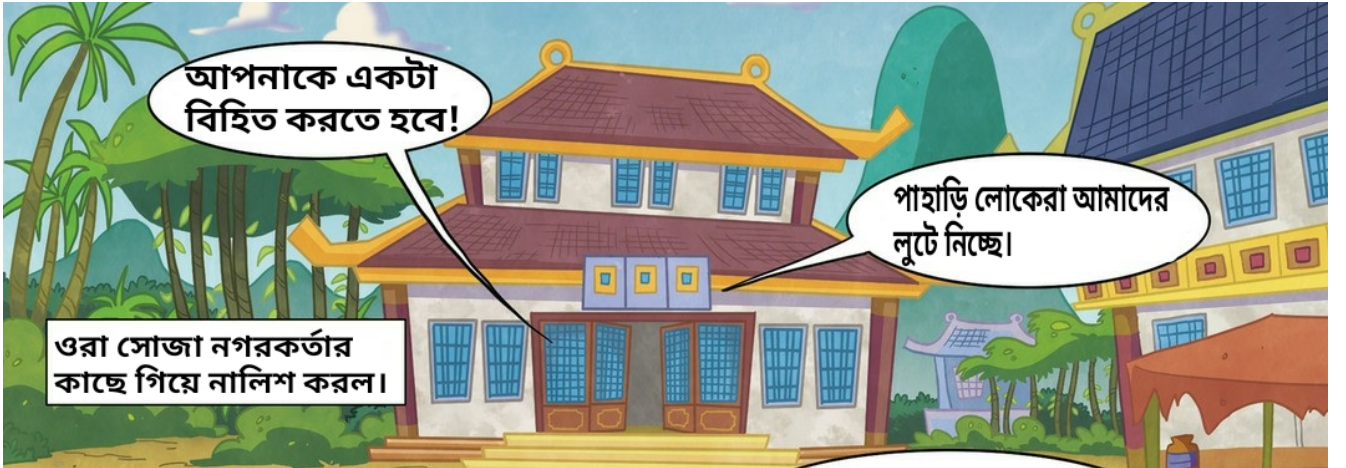
কথামতো,নগরকর্তা পাহাড়ের ঢালে দুজন রক্ষী নিয়োগ করলেন।
এই দেখো দেখো, ওরা কারা বলতো?
দেখে তো মনে হচ্ছে একজোড়া সশস্ত্র সৈনিক।

পাহাড়ি লোকেরা তাদের নগরকর্তাকে রক্ষীদের ব্যাপারে জানালো..
তোমরা নিশ্চিত? ওরা সৈনিক ছিল?
আজ্ঞে আমি নিজের চোখে দেখেছি!
ওরা একদম পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ছিল।
হঠাৎ উপত্যকার লোকজন সৈনিকদের কেন রাখবে ওখানে?
আমার কিন্তু রকমসকম সুবিধার ঠেকছে না!

কি বলতে চাইছ?
একদম দিনের আলোর মত পরিষ্কার।
ওরা আমাদের আক্রমণ করতে চায়।
দাঁড়াও দাঁড়াও।
সবাই শান্ত হও।
তোমরা কি বললে!
ওরা সংখ্যায় দুজন ছিল তাইতো?
আজ্ঞে হ্যাঁ
কিন্তু হয়ত আরোও হাজার হাজার ছিল,যাদের ওরা দেখতে পায়নি!

আরোও লোক? তুমি নিশ্চিত?
হতেও পারে,আবার নাও হতে পারে! আমি নিশ্চিত নই
আমি একবারে নিশ্চিত!আর কিছু হতেই পারেনা!
সবাই শান্ত হও।হতে পারে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে!
তাহলে আপনি কি করতে চাইছেন?
সেনাপতি কিছু লোককে পাদদেশে পাঠান,ওরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে।
এখনই পাঠাচ্ছি!
কথামতো,চারজন সৈনিক গেল তদারকি করতে...
এদিকে পাহাড়ের পাদদেশে আগে থেকেই দুই সৈনিক নজর রাখছে!

আমি আমার ছোট্ট চোখ দিয়ে সবকিছুর উপর নজর রাখি..
যেমন এখন লক্ষ করছি এই ধূসর...
ধূসর কি? পাথর?
কি করে বুঝলে আমি পাথরের কথা বলছি?
কারন এখানে পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই!তোমায় চাকরিতে কোন গর্দভ ঢুকিয়েছিল?
আমি প্রমান করে দেব আমার চোখ ছোট হলেও তাতে কিছুই এড়ায় না!
এটা কি দেখতে পাচ্ছ যে চারটে সৈনিক অস্ত্র নিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে?
বলো কি হে!
তাইতো দেখছি।

ওরা সোজা উপত্যকার নগরকর্তার কাছে হাজির হল।
তোমরা নিশ্চিত,ওরা সৈনিক ছিল?
ওরা সংখ্যায় চারজন ছিল,হাতে অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে! আমি চশমা পরে ছিলাম না,তবুও স্পষ্ট দেখলাম
মাত্র চারজন!! সেটা এমন কিছু বেশি নয়।
এটা সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজও হতে পারে!
হয়ত ওদের পাঠানো হয়েছে আমাদের সেনাবাহিনীর হাঁড়ির খবর জানার জন্য। এটা কোনও গোপন রণকৌশল হতেই পারে! আমার ধারনা এটা একটা যুদ্ধের ইঙ্গিত দিচ্ছে
যুদ্ধ?

আমরা কিন্তু এখনও নিশ্চিত নই!
কিন্তু যদি ও সঠিক হয় তখন কি হবে ?
আমার মতে আমাদের উচিৎ অল্প কিছু সৈনিক পাঠিয়ে ওদের গতিবিধির উপর নজর রাখা।নাহলে আমাদের প্যান্ট খুলে যেতে পারে যেকোনো সময়!
এটা কি কোনওরকম যুদ্ধের ইঙ্গিত?
হাত গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে কিছু আগাম সতর্কতা নেওয়া অবশ্যই ভালো।
জেনারেল, আপনি আপনার বাছাই করা কিছু সৈন্যকে পাঠান ওদের উপর নজর রাখতে।
আমি তো পাথর আর গাছপালা ছাড়া কিছুই দেখছিনা।ফালতু এতটা এলাম!
এরপর থেকে যার তার কথা শোনা চলবেনা!

পাহাড়ি সেনারা তদারকি করতে পাদদেশে পৌঁছাল।
তখন তারা দেখল,উপত্যকার সৈন্যরা জমায়েত করছে ওখানে...
জলদি পালাও এখান থেকে...
ওরা যা দেখেছে বলল..
একজন দুজন নয়,পুরো বাহিনী! বিশাল বড় বাহিনী নিয়ে আসছে ওরা.....
ওরা আমাদের আক্রমন করতে আসছে বিশাল বাহিনী নিয়ে!

আমাদের দ্রুত একটা ব্যবস্থা নিতে হবে,নাহলে ওদের কাছে গোহারান হারতে হবে!
ওরা যদি ভাবে ওরা আমাদের আক্রমন করতে আসবে আর আমরা হাত গুটিয়ে থাকব;সেটা হবেনা।ইঁটের বদলে পাটকেল ফেরৎ দেব আমরা।
আমার বীর সৈনিকেরা তোমরা শুনলে তো নগরপালক এর কথা;চলো দেখিয়ে দিই আমাদের কি ক্ষমতা!
ওরা গুঁড়িয়ে যাবে।

শীঘ্রই দুইপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়ল!
পাহাড়িরা আত্মবিশ্বাসে টগবগ করে ফুটছিল
সৈনিকেরা দেখিয়ে দাও
কত ধানে কত চাল!
উপত্যকার লোকেরাও পিছিয়ে
আসতে রাজি ছিলনা!
সৈনিকেরা তোমাদের
মাতৃভূমি রক্ষার জন্য জান
লড়িয়ে দাও!

নগরকর্তারা একে অপরের মুখোমুখি হলেন!
ঠগ জোচ্চরের দল,ভেবেছিলে আমাদের আক্রমন করবে আর আমরা চুপচাপ বসে থাকব
শয়তান,তোমরা যদি আমাদের আক্রমন করো,তাহলে পাল্টা মার খেতে প্রস্তুত থাকো!
এই আক্রমন তোমরাই শুরু করেছ!
না,আমরা তো কেবল আত্মরক্ষা করছি মাত্র। আক্রমন এর শুরু তো তোমরাই করেছ!

কারন শুরুটা তোমরাই করেছ!
তার কারণ তোমরা আমাদের বাড়ি লুঠ করছিলে!
মানে? আমরা কখনও কোনও লুঠ করতে যাইনি।
তাই নাকি?
উপত্যকার নগরকর্তা সেই মহিলাকে ডাকলেন,আর তিনি যা দেখেছেন জানাতে বললেন।
উমম, সত্যি বলতে কি,আমি ওদের চুরি করতে দেখিনি!
কিন্তু তুমি যে বললে ওরা আমাদের লুঠ করছে!
আমার স্বামী আমাকে সেরকমই বলেছিলেন!

আমি ওর কাছে এরকমই শুনেছিলাম!
তার কারণ,বোজিং বলেছিল পাহাড়ের লোকেরা ওকে লুটে নিয়েছিল!
হ্যাঁ ওরা আমাকে একবার খেলায় জোচ্চুরি করে হারিয়েছিল।
এক মিনিট! তুমি বলতে চাও, এই এত কিছু শুধু একটা খেলায় জোচ্চুরি করার জন্য?
তার মানে তোমরা আমাদের আক্রমণ এর ছক কশছিলে না??
অবশ্যই না! আমরা ভাবলাম তোমরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছ।তাই আত্মরক্ষার জন্যই আমরা এসেছি!
তারপর ওরা সবাই বুঝতে পারল,একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে!
হা হা হা!!

সব ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাওয়ার পর পাহাড়ের লোকেরা,আর উপত্যকার লোকেরা নিজেদের শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরে গেল!
সব ভালো যার শেষ ভালো।
তার মানে এটা ভুল বোঝাবুঝি ছিল! আমার চাকরি যাচ্ছেনা।
না রজনী যাচ্ছেনা! আর পরেরবার পুরো ঘটনা না জেনে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেও না!
কিন্তু ওই দুই পর্যটকের কি হল?
ভালো জিনিস মনে করিয়েছ!
ওরা ঘুরতে ঘুরতে আর এক গ্রামে এসে পৌঁছাল!
এইযে দাদা, নদীটা কোনদিকে বলতে পারবেন?

নদী ঐদিকে...
ধন্যবাদ।
কারা ওরা?
ওরা নদীতীরে যাচ্ছে।
ও কি বলল ?
বলল ওরা দুজন নদীতীরে থাকবে
কি ওরা,নদীতীরে লুটপাট করতে যাচ্ছে?
কি? নদীতীরে ভয়াবহ ডাকাতির চক্রান্ত?
শহরে ডাকাত পড়েছে....
পুলিশ..পুলিশ
হে ঈশ্বর!
আমরা ভয়াবহ বিপদের মুখে! ঈশ্বর রক্ষা করুন।
আর এভাবেই একজন থেকে আর একজনকে কথা চালাচালিতে কথার পরিবর্তন চলতেও থাকল..